গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.shed.gov.bd

নথি নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৮.০০৪.২০২১/১০৪

তারিখ: ০৪.০৩.২০২১ খ্রি.

বিষয় : দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড় জেলার ২৭ জন এমপিওভুক্ত সহকারী শিক্ষকগণের নাম পুনরায় পূর্বের ইনডেক্স এ বহাল রেখে এমপিও ছাড়করণ প্রসংগে।

সূত্র : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র নং-০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৬.০৫৪.১৫-৫৩ তারিখ: ২৩.০২.২০২১ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৩ সালে দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড়সহ দেশের বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৫৬ জন শিক্ষক যথাযথ মাধ্যমে এমপিওর আবেদন দাখিল না করে "ইএমআইএস" সেলের কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে ইনডেক্স নম্বর নিয়ে এমপিওভুক্ত হয়। ২৫৬ জন শিক্ষক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে স্ব -স্ব প্রধান শিক্ষক ও জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে এমপিওভুক্তির জন্য মাউশি অধিদপ্তরে প্রেরণ করলে তার মধ্যে কিছু কিছু নথি উপস্থাপন করা হলেও অনিয়মের কারণে তা অনুমোদন হয়নি। অন্যদিকে, অধিকাংশ শিক্ষকের এমপিওভুক্তির জন্য নথি উপস্থাপিত না হলেও "ইএমআইএস" সেলের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার করে বর্ণিত শিক্ষকগণের অনুকূলে সরাসরি ইনডেক্স নাম্বার দিয়ে এমপিও প্রদান করা হয়। উক্ত শিক্ষকগণ এমপিওভুক্ত হয়ে মে/২০১৩ এবং জুন/২০১৩ মাসের বেতন গ্রহণ করেন। বিধি বহির্ভূতভাবে তাঁদের এমপিওভুক্তির বিষয়টি জানাজানি হলে জুলাই/২০১৩ হতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাঁদের বেতন ভাতাদি বন্ধ করে দেয়া হয়। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন কমিশন ০৯.০২.২০১৫ সালে মামলা নং-১৭ রুজু করেন। মামলায় ১) জনাব আবুল ফজল মো: বেলাল, সিস্টেম এনালিস্ট ২) জনাব মো: জিয়াউর রহমান, প্রোগ্রামার ৩) জনাব মো: রফিকুল ইসলাম, সহকারী প্রোগ্রামার এবং ৪) জনাব মো: সজিব উদ-দৌলা, সহকারী প্রোগ্রামার-এর বিরুদ্ধে ০৪.০৯.২০১৬ তারিখে চার্জশীট (চার্জশীট নাম্বার ২০৩) বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়েছে এবং ১৭.১১.২০১৬ তারিখে বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকা কর্তৃক আমলে গ্রহণ করা হয় যা বর্তমানে বিশেষ জজ আদালত-৯ ঢাকায় বিচারাধীন রয়েছে। বর্ণিত ঘটনা নিয়ে মামলা হলেও দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক ২৫৬ জন শিক্ষককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তৎপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ২৭.০৯.২০১৭ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৮.০০১(বকেয়া)২০১৩(খন্ড-১).৪৭৮ নং স্মারকে ২৫৬ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনে মামলা না থাকায় তাঁদের এমপিওভুক্ত করার জন্য মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বরাবর পত্র জারী করা হয় এবং উক্ত পত্রের আলোকে ২৫৬ জনের অধিকাংশ শিক্ষকই অনলাইনের মাধ্যমে এমপিওভুক্ত হয়েছেন।

০২। এমতাবস্থায়, বর্তমান এমপিও নীতিমালা/পরিপত্র অনুযায়ী দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড় জেলার এই ২৭ জন শিক্ষকের পূর্বের ইনডেক্স বহাল রেখে এমপিও ছাড়করণের কোন সুযোগ নেই। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ২৭.০৯.২০১৭ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৮.০০১(বকেয়া)২০১৩(খন্ড-১).৪৭৮ নং স্মারকের অনুসরণে অন্য শিক্ষকরা যেভাবে এমপিওভুক্ত হয়েছেন তদরূপ এই ২৭ জন শিক্ষকও রিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত ও কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে একই পদ্ধতিতে অনলাইনে এমপিওভুক্তির আবেদন করবেন। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ২৭ জন শিক্ষককে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

৪/৩/2021
(মো: কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৫১৭
ই-মেইল: ds.mpo@moedu.gov.bd

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. পরিচালক-৭, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪. জনাব মো: খোরশেদ আলম, সহকারী শিক্ষক, আরাজী বোচাপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়, সাতখামার, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।
৫. অফিস কপি।